গার্গী

শনিবার এলেই মেয়েটি বায়নাধরবে
“বাবা ইণ্ডিয়াগেট চলো না.....’
অগত্যা মাঝে মধ্যে ওর বায়নামেটাতে
পৌঁছে যাই ইণ্ডিয়া গেট

জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলেনাঙ্গা পায়ে দৌড়ে যাবে
দৌড়তে দৌড়তে কখনও ডিগবাজি খেয়ে
সটান শুয়ে পড়বে ঘাসেরবিছানায়
বহু যত্নে লালিত-পালিত ঘাসেরমখমলি বিছানায় শুয়ে
আরামসে আকাশ দেখবে, আরবলবে
“— ইয়া, কিআরাম, বহুত মজা আয়া” তখন
আলোক সম্পাতে জেগে ওঠেইণ্ডিয়া গেট সন্ধের অন্ধকারে

ও সামান্য বদলেছে। এখন শনিবারনয়
রবিবার এলেই বলবে“ বাবা জনপথ চলো না ”
৬১৫ বাস ধরে সোজা জনপথ নেমে
রবিবাসরীয় হাটের মাঝখানেদিয়ে পায়ে পায়ে রিগ্যাল
আলো ঝলমল কনটপ্লেসেরগা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
স্বপ্নময়ম্যাকডোনাল পেরিয়ে শিবাজী ষ্টেডিয়াম

মেয়েটি আর একটু বদলেছে..... ও এখন
অনিয়ম বোঝে অন্যায় বোঝেঢেউ বোঝে
মিথ্যা বোঝে বিজ্ঞাপন বোঝেসন্ত্রাস বোঝে
বোঝে অহংকার আর বোঝেআগুন— মেয়েটি
প্রতিবাদী হয়ে ওঠেকখনও

একটু রেগেও যায় সমস্তঅন্যায় অনিয়ম অত্যাচার
জুলুমের বিদ্ধে সোচচার হয়..... ও বলে
“বাবা বোটক্লাবচলো না জুলুস নিকালবো ধর্ণা দেবো ।”

প্রাণজি বসাক